10

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 10 OCT 1993
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

গণশিক্ষাকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে ইমামদের ভূমিকা অনেক

মাহিমা ইসলাম রবি

সামাজিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে মসজিদগুলো প্রধান ভূমিকা পালন করতে পারে। পল্লীর জনগণ ইমামদের বিশেষভাবে সম্মান করে। গ্রামবাসীদের সাথে তাদের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ইমামরা গ্রামের জনগণের অবস্থার পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন।

এক সময়ে মসজিদেই ছিল শিক্ষার ভিত্তি। ইসলামের ইতিহাসে এর বহু প্রমাণ রয়েছে। মসজিদকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। দেশে প্রায় ২ লাখ মসজিদ রয়েছে। এই দুই লাখ মসজিদকে মক্তবে রূপদান করা সম্ভব। এবং ২ লাখ শিক্ষকের মাধ্যমে এ দেশের শিশুদের শিক্ষা দেয়া যেতে পারে।

ইমামরা একটি পরিচ্ছন্ন গোষ্ঠী। গ্রামের জনগণ স্বাস্থ্যকর জীবন সম্পর্কে অজ্ঞ। স্বাস্থ্য সম্পর্কে এই অনভিজ্ঞ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে ইমামরা ওয়াজ-মাহফিল এবং খুতবা প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন করতে পারেন। ইসলাম হচ্ছে শান্তি-সহনশীলতা এবং ঐক্যের ধর্ম। এর ভিত্তিতেই আমাদের সমাজ বা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা যেতে পারে।

এসব উদ্যোগকে জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে দেশব্যাপী সমাজ আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। ইমামরা কেবল অন্যের কল্যাণের জন্যে তাদের দক্ষতা ও ক্ষমতাকে ব্যবহারের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তারা যে শুধু সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার যোগ্য অবস্থানে রয়েছেন তাই নয়; তারা হচ্ছেন সেই সব সম্মানিত মানুষ যাদেরকে গ্রামের সাধারণ মানুষ এখনো পথ-প্রদর্শক মনে করে।

বাংলাদেশের ব্যাপক জনগণের জীবন ইসলামকেন্দ্রিক। মানব সমাজকে কিসের ভিত্তিতে সংগঠিত করতে হবে- ইসলাম তার সুস্পষ্ট নীতিমালা আমাদেরকে দিয়েছে. তাই আরো একবার ইসলামের সুস্পষ্ট শিক্ষাগুলোর দিকে নজর দেয়া দরকার কেননা, বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরগুলো এই রকম- বয়স্ক শিক্ষার হার ৩৩%-এর কাছাকাছি এবং অশিক্ষিতের সংখ্যাগরিষ্ঠই হচ্ছে মহিলা। এ পরিস্থিতির উন্নয়ন না হলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে অশিক্ষিতের মোট সংখ্যা বাড়তে থাকবে। কেন আমরা এই সমস্যার মুখোমুখী হলাম পরিসংখ্যানই তা বলে দেবে :

* দেশে প্রাথমিক স্কুলগামী বয়সী শিশুর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৫১ লক্ষ।
* যদিও ৮০% শিশু স্কুলে ভর্তি হয়, ঐ ভর্তি হওয়াদের মধ্য থেকে মাত্র ৩৫% প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে।
* বিদ্যালয়ে উপস্থিতির নিম্নহার এবং জ্ঞানার্জনের অত্যন্ত নীচু স্তর- দুটোই বড় সমস্যা হয়ে রয়েছে।

শিক্ষার উপর ইসলাম যে গুরুত্ব দিয়েছে জাতি গঠনের আজ আমরা সবাই তা স্মরণ করি। বস্তুত জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরজ। সেই সমাজই শ্রেষ্ঠ যার সদস্যরা জ্ঞানী ও শিক্ষিত। কাজেই আমাদের ধর্ম সুষ্ঠভাবে বলে যে, আমাদের প্রয়োজনে এবং অন্যকে জ্ঞানদানের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই জ্ঞানচর্চা করতে হবে। এই নির্দেশাবলীর আলোকে আমরা কি করতে পারি ? এ ক্ষেত্রে তিনটি ইতিবাচক কাজ করা যেতে পারে :

* গোটা সমাজ ও ব্যক্তি পর্যায়ে শিক্ষার মূল্য সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে ফরমাল ও নন-ফরমাল শিক্ষার পক্ষে ইমামদের উচিৎ সমাজ আন্দোলন সৃষ্টি করা। তাদের এ ব্যাপারে জোর দেয়া উচিত যে, শিক্ষা সবার জন্যে- ছেলেদের জন্যে ও মেয়েদের জন্যেও।
* প্রচলিত মক্তবের মাধ্যমে অথবা নিজের মসজিদে মক্তব চালু করে ইমাম সাহেবরা নিজেদেরকে নন-ফরমাল শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করতে পারেন।
* মক্তবের পাঠক্রমে যাতে বাংলা পড়া ও লেখা, ইংরেজী এবং অংক স্বাস্থ্য শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা যায়- ইমাম সাহেবদের তা নিশ্চিত করা দরকার। ইমামদের চেষ্টায় কোন ত্রুটি নেই। তবে তাদের চেষ্টা আরো জোরদার করার প্রয়োজন রয়েছে। ইমামদের যোগ্যতর প্রমাণ দিতে হবে। মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষা প্রসারিত করার জন্য ইমামদের দিকে জাতি তাকিয়ে আছে। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক অবনতির জন্য শিক্ষকের ত্রুটি বেশী। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকদের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করতে হবে।

ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি শিশু-কিশোরদের দেশ-জাতি ও দেশের কৃষি সম্পর্কে সচেতন করে তোলার দায়িত্ব রয়েছে। তাই শিক্ষার পদ্ধতি জানতে হবে। আধুনিক পদ্ধতি জানা থাকলে ইমামদের সুবিধা হবে। তবে এ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

গণশিক্ষাকে বাধ্যতামূলকভাবে কার্যকর করতে হবে। আমাদের ২ লাখ মসজিদে যদি এই শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা যায় তবে আগামী প্রজন্ম জাতির ভবিষ্যৎ গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারবে। আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নির্মাণের ক্ষেত্রে ইমামদের ভূমিকা অপরিহার্য। মানুষের মনকে জাগ্রত করার জন্য মসজিদের ভূমিকা অনেক। এ ব্যাপারে ইমামদের যথেষ্ট অবদান রাখার সুযোগ আছে। মহানবী (সাঃ) বলেন, শিক্ষার জন্য চীনে যাও। এখন আমাদের গ্রামের মানুষের পক্ষে চীনে যাওয়া সম্ভব নয়। তারা বড়জোর মসজিদে যেতে পারে এবং সেখানে ইমামদের ভূমিকা অনেক। প্রথম মুসলিম ছিলেন একজন মহিলা "বিবি খাদিজা (রাঃ)"।

নারী শিক্ষার প্রসারেও ইমামরা ভূমিক রাখতে পারেন। মেয়েদের শিক্ষিত করতে হবে। উন্নত করতে হবে। একজন নারী শিক্ষিত হওয়া মানে একটি পরিবার শিক্ষিত হয়ে যাওয়া। একটি পরিবার শিক্ষিত হওয়া মানে একটি সমাজ শিক্ষিত হওয়া- আর সমাজ শিক্ষিত হওয়া মানেই একটি দেশ উন্নত হওয়া। সামাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে ইমামদের অবদান অনেক বেশী।

সমাজ উন্নয়নে গ্রামের মানুষের ভূমিকা কি হবে ? -এটাই হচ্ছে গণশিক্ষার মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশ সরকার ৭৬৮টি মসজিদকে গণশিক্ষার আওতায় এনেছেন। গ্রামের মানুষের ভেতর গণসচেতনতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ইমামরা কাজ করবেন। সকলকে অক্লান্তভাবে মাদ্রাসাভিত্তিক গণশিক্ষা সফল করতে হবে। এই প্রচেষ্টাকে সার্থক করার জন্য ইমামদের কথায় এবং কাজে সমন্বয় থাকা দরকার। শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। সন্তানের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনে তাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। এ বিষয়ে সরকার বিশদ কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন- সর্বস্তরের গণশিক্ষা কার্যক্রম। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার জন্য কিছু নির্ধারিত ব্যবস্থা রয়েছে। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী থেকে বর্তমান পর্যন্ত ইংরেজরা লুন্ঠন করে আমাদের বারবার দরিদ্র করে রেখেছে। আমাদের সন্তানরা প্রাথমিক শিক্ষার পর নিজেরাই স্কুলে যেতে অভ্যস্ত হবে। প্রাথমিক শিক্ষা প্রচারে সরকারী পর্যায়ে যে বিশাল কার্যক্রম নেয়া হয়, তা-ও পুরোপুরী সার্থক হয়নি- ৫৭% শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা গেছে। বর্তমানে আমাদের লক্ষ্য হবে অপচয় রোধ করা। শিক্ষাখাতে আমরা যে অর্থ ব্যয় করছি তা অচীরেই বন্ধ হয়ে যাবে। এর কারণ, রাশিয়ার বর্তমান দুরবস্থা। সুতরাং আমরা যে সুযোগটুকু পেয়েছি তা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। রক্ষার যে অবাধ সুযোগ রয়েছে তা সকলকে গ্রহণ করতে হবে। মিটিং-সেমিনার, পত্রিকা, রেডিও-টিভির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার প্রচার করতে হবে।

জনমত সৃষ্টিতে ইমামদের ভূমিকা হবে শিক্ষার প্রতি জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ। এ দেশের লোককে অশিক্ষিত বলা হয়, তাই মানসিক দিক থেকে আমরা জাতি হিসেবে অন্যান্য জাতির তুলনায় দুর্বল। তাই শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমেই আমরা আমাদের মনোবল শক্ত করতে পারি। বিশ্বে এ দেশের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। ১১ কোটি মানুষের মধ্যে ৮ কোটি অশিক্ষিত- এ অবস্থা আগে ছিল না। বৃটিশ আমলে ৪শ' লোকের জন্য কোন স্কুল ছিল না। সে সময়ে পর্যাপ্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থাকলে এতো লোক নিরক্ষর থাকতো না। যেখানে সমস্ত পৃথিবী এগুবে, প্রযুক্তিকে সামনে রেখে সেখানে যদি আমরা দ্রুতবেগেই পড়ে থাকি; তবে এই সমস্যার সমাধান নেই।

শতকরা ৯০ ভাগ শিশুকে স্কুলে আনার ইচ্ছা থাকলেও দেখা যায় মাত্র ৩৫%-এর বেশী আনা যাচ্ছে না।

আর যারা আসছে তাদের ধরে রাখা যাচ্ছে না। যে ঋণ আমরা নিচ্ছি তা যদি কাজে না লাগিয়ে অথবা নষ্ট করে ফেলি, তবে গোড়া দুর্বলই থেকে যাবে। ২০০০ সালের মধ্যে আমরা সমগ্র জাতিকে শিক্ষিত করে তুলতে চাই। আমরা দুটি নিয়মে এর প্রসার ঘটাতে পারি- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে।

ইমাম সাহেবরা জাতিকে নেতৃত্ব দেন। সুতরাং সমাজ উন্নয়নে সতর্কতার সাথে তাদের কাজ করতে হবে। প্রথমে ইমামদের সম্মান ও দায়িত্ব বুঝতে হবে, শিশু-কিশোরদের মাঝে আত্মসচেতনতাবোধের সঞ্চার করতে হবে। জ্ঞানের দিক দিয়ে দুর্বল এই জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে ইমামদের ভূমিকা অনেক।